মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

সন্তান প্রতিপালন

ইসলামি রূপরেখা

এই গ্রন্থের স্বত্ব প্রকাশকের নিকট সংরক্ষিত। অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো উপায়ে ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ কাজ নাজায়েজ।

সন্তান প্রতিপালন

ইসলামি রূপরেখা

মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
অনূদিত

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

সন্তান প্রতিপালন : ইসলামি রূপরেখা

মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
অনুবাদ : মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
সম্পাদনা : আবুল কাসেম আদিল
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

মূল্য : ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

বিক্রয়কেন্দ্র
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
www.ettihadpublication.com
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ

উৎসর্গ

বেগম হাবীবকে।
নতুন মেহমানের অপেক্ষায় ও এখন বিভোর।
আল্লাহ যেন ওর আশা-স্বপ্ন পূরণ করেন!

অনুবাদকের কথা

‘ইসলাম মেঁ আওলাদ কি তরবিয়ত আওর উস কে হুকুক’-এ কিতাবের সাথে পরিচয় শিক্ষকতার প্রথম বছর। ২০০৫ সাল তখন। অল্প ক’বছর হলো মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী রহ. পাকিস্তান থেকে এসে হাটহাজারী মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেছেন। তার প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির ঢেউ তখন হৃদয়ের সাগর জুড়ে। তার কথা ভাবলেও তখন আমার তরুণ-চোখে স্বপ্নমেদুরতার একটা মিষ্টি ছোঁয়া লাগে।

আমি যে মাদরাসার শিক্ষক, তার সীমানাঘেঁষেই মুফতি সাহেবের বাড়ি। প্রায় প্রতিটি জুমাবারেই তার সঙ্গে দেখা হতো। সদ্য শিক্ষকতা-শুরু করা উচ্ছল তরুণের সবটুকু আবেগ জড়িয়ে তার সঙ্গে টুকটাক কথা বলার চেষ্টা করতাম। তার বড় ছেলে বন্ধুপ্রতিম মাওলানা নফিসের মুখে আমার সম্পর্কে সম্ভবত কিছু শুনেছেন বলেই আমার সাথে স্নেহমাখা আচরণ করতেন। সেই চিন্তাজাগা ও স্বপ্নবোনা সময়ে এ ছিল আমার পরম পাওয়া।

একদিন মাওলানা নফিস (তখনো সে ছাত্র) একটি কিতাব এনে হাতে দেয়। নাম ‘ইসলাম মেঁ আওলাদ কি তরবিয়ত আওর উস কে হুকুক।’ পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার একজন ব্যক্তির বই হাদিয়া! সেদিন যেন আকাশের এক টুকরো চাঁদ হাতে পেয়েছিলাম। আনন্দের কী বিদ্যুৎ যে বয়ে গেল রক্তের ভেতর দিয়ে! কিতাবের পুস্তানিতে আরবিতে লিখে রাখি ‘লেখকের ছেলে নফিসের পক্ষ থেকে হাদিয়া; ২রা রবিউল আউয়াল, ১৪২৫ হিজরি।’ আরবি বছর হিসেব করলে আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা।

ওই সময় মুফতি সাহেবের কিছু কিছু কিতাবের বাংলা অনুবাদ শুরু হয়েছে। হুজুরের ছাত্র-ভক্ত ও পরিবারের সদস্যদের তখন প্রচণ্ড আগ্রহ—তার কিতাবগুলো বাংলায় অনূদিত হয়ে আসুক। সম্ভবত ওরকম একটা ইচ্ছা-আগ্রহ লুকিয়ে ছিল আমাকে কিতাবটি হাদিয়া দেওয়ার পেছনে। তখনো আমার লেখালেখি শুরু হয়নি। বাংলা ভাষা চর্চার মাঝ-পর্ব বলা যায় তখন। নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও পাঁচ বছর

বাকি লেখালেখি শুরু করতে। আমার লেখালেখি শুরু হয় মূলত ২০১০ সালে। তবু মনে মনে ইচ্ছা ছিল, কখনো লেখালেখি শুরু হলে এবং আমারও সুযোগ থাকলে মুফতি সাহেবের এ কিতাব অনুবাদ করব ইনশাআল্লাহ। সে ইচ্ছাকে সামনে রেখে পৃষ্ঠার আশপাশে কিছু কঠিন আরবি-উর্দু শব্দের অর্থ লিখে রেখেছিলাম। অনুবাদকের কথা লেখার এই মাহেন্দ্রক্ষণে পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে দেখছি আর স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছি। স্মৃতিসুখের রেশটা সকালের সূর্যকিরণের মতো বুকের ভেতর ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে লেখালেখি একদিন শুরু হলো এবং মুফতি সাহেবের সঙ্গেও গড়ে উঠল বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নিয়ম করে তার কাছে যাতায়াত, সান্নিধ্যের সুরভি মাখা, তার সামনে দুজানু হয়ে বসে থাকা, তার সুখদুখের বয়ানের মুগ্ধ শ্রোতা হওয়া আমার জিন্দেগির নেসাবে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আফসোসের কথা—আমার পরিকল্পনা, গবেষণাধারা ও গন্তব্য ভিন্ন হওয়ায় তার বইপুস্তক অনুবাদ করার পথে আমি বেশি একটা যেতে পারিনি। শুধু 'মালফুজাতে বোয়ালভি' গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলাম কোনোরকম। তবে মুফতি সাহেবের বইপুস্তক প্রকাশ করা এবং অনুবাদ হয়ে আসার পেছনে ঘটক ও অনুঘটকের কাজ চালিয়ে গেছি নিয়মিত।

এর পর তো আমরা হারিয়ে ফেলি উম্মাহর বিশাল এই নেয়ামতকে। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন! তখনো 'তরবিয়তে আওলাদ'-এর অনুবাদ হয়নি। এতদিন পর আমারই নামে বইটির অনুবাদ বের হওয়ার পেছনে কি কুদরতের কোনো রহস্য লুকিয়ে ছিল? আমি নিজেকে ধন্যই মনে করি।

মুফতি সাহেবের ইন্তেকালের পর ইত্তিহাদের স্বত্বাধিকারী ভাই মাওলানা ইসহাকের সাথে দেখা হলে বইটি অনুবাদ করে দেওয়ার অনুরোধ করেন। মুরুব্বিহারা শোকার্ত সময়ে অনুরোধটা যেন আমার বুকে-মুখে পরম সৌভাগ্যের রেখা টেনে দিল।

অনুবাদে আমাকে সহযোগিতা করেছেন চট্টগ্রামের দুজন মেধাবী তরুণ আলেম মাওলানা উমর ফারুক ও মাওলানা সুহাইলুল কাদের। প্রথমজন লেখালেখির পথে তেমন আসেননি; দ্বিতীয়জন এসেছেন এবং সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবেন বলে আশা রাখি। আল্লাহ দুজনকে উত্তম জাজা দান করুন!

এ বই জুমায় প্রদত্ত আলোচনার গ্রন্থরূপ। তিনি লিখেছেন, নাকি অনুলিখিত হয়েছে, এ তথ্যটি জানা যায়নি। খুব সাদামাটা পুরোনো ধাঁচের উর্দু গদ্য। দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যে গঠিত প্রবন্ধগম্ভীর গদ্য। খুব সাধারণ, সাহিত্যরসহীন। হুবহু অনুবাদ করলে স্বাদ পাই না, নিজের মতো করে লিখতে গেলে বিবেকে বাধে। লেখকের স্বভাবের মতোই তার ভাষা। বাহারি-মচমচে ভাষা তার রপ্ত ছিল, তবে সেই ভাষায় তিনি লিখতেন না। ভেবেচিন্তে মূলানুগ অনুবাদ করে যা দাঁড়াল, তা খুব সুস্বাদু গদ্য নয়। এসব লেখায় মচমচে হুমায়ূনীয়

গল্পের আমেজ তালাশ করা অবান্তর। তবু এবং তবু, মুফতি সাহেবের প্রত্যেকটি কিতাব অমর হয়ে থাকবে। প্রতিটি বই-ই জেগে থাকে তার নিজস্ব গরিমায়।

মূল বইতে বিস্তারিত তাখরিজ ছিল না। কোনো কোনো কথায় কিতাবের নাম পর্যন্ত ছিল না। আমরা অনেক কষ্ট করে তাখরিজ করেছি। যেসকল হাদিসের আরবি ইবারত তিনি মূলে এনেছেন, সেসকল তো মূল বইতেই এনেছি। তবে যেসকল হাদিসের আরবি ইবারত মূল বইয়ে নেই, তা ফুটনোটে এনেছি, যাতে পাঠকদের দ্বন্দ্বে পড়তে না হয় যে, এই ইবারতগুলো মূল লেখকের না অনুবাদকের সংযোজন।

একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ (উর্দু কিতাবে বিশ পৃষ্ঠারও বেশি) বাদ দেওয়া হয়েছে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক মনে করিনি বলে। প্রবন্ধটি হলো 'হাদিসের আলোকে ইলমে দীনের ফজিলত।' সম্ভবত এটি হজরতের অন্য কোনো কিতাব বা বক্তৃতার অংশ ছিল। অনুলেখক বা প্রকাশক এ বইতে সংযোজন করেছেন। বইয়ের বিভিন্ন শিরোনামে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা এসেছে বলে প্রবন্ধটি বাদ দেওয়ায় বইয়ের মূল বক্তব্যে কোনো ঘাটতি ঘটেনি।

হজরতের এ বইটি আরও অনেক আগে অনূদিত হয়ে আসা দরকার ছিল, তখন পাঠকরা এর কদর বুঝতেন খুব বেশি। ইদানীং এ বিষয়ে নানা গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু উম্মাহদরদে দীপ্ত হৃদয়ের যে আকুতিমাখা কথামালা তা তো ওসবে পাওয়ার আশা করা মুশকিল। প্রকৃত উম্মাহদরদিদের সরল কথামালাও পাঠক-শ্রোতার অন্তরাত্মা চাঙিয়ে তোলে এক অনন্য উদ্দীপনায়। তাদের মনে ছড়িয়ে দেয় বর্ণালি আলো।

বইয়ের অনুবাদ তো সম্পন্ন হয়েছিল অনেক আগেই। সেই তখন থেকেই বেগম মুখিয়ে ছিল বইটির প্রতি। সন্তান-পালনের নিয়মনীতি সম্বলিত বই যদিও আছে বেশকিছু, কিন্তু আমার লিখিত বা অনূদিত বইয়ের স্বাদ তো তার কাছে আলাদাই। এখন এমন মুহূর্তে বইটি বের হচ্ছে যখন 'নতুন সন্তান' পালনের জন্য তাকে তৈরি হতে হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই বইটি তাকে উৎসর্গ করা সময়োচিত উপহার হিসেবে ইতিহাস হয়ে থাকবে।

অনুবাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ তায়ালা বইটিকে কবুল করে নিন, এ আরজি পেশ করি তার দরবারে। এ বই পড়ে এবং গাইডলাইন হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিটি ঘরে মুফতি আবদুস সালাম চাটগামীর মতো জবরদস্ত আলেম ও আল্লাহওয়ালা জন্ম নিক, এ প্রত্যাশাও রাখি রাব্বুল আলামিনের দরবারে।

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
আদাবর, ঢাকা
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সাল

সূচিপত্র

লেখকের আরজ ১৫

সৎ সন্তান আল্লাহপাকের নেয়ামত ১৭

সন্তান জন্মলাভের পর মা-বাবার প্রাথমিক দায়িত্ব ২২

আজান ও ইকামত-সংক্রান্ত মাসায়েল ২২

নবজাতকের কানে আজান-ইকামত বলার তাৎপর্য ও উপকারিতা ২৪

তাহনিক ও বরকতের দোয়া ২৫

জন্মের পর শিশুর নাম রাখা ২৭

সন্তানের নাম কখন রাখতে হয়? ৩১

আকিকা ও শিশুর চুল মুণ্ডানো ৩১

হাদিস ও ফিকহের আলোকে আকিকার বিবিধ মাসায়েল ৩৪

আকিকার দাওয়াত : ইসলামি সৌন্দর্যের খোলা জানালা ৩৬

আট প্রকারের দাওয়াত শরিয়তসিদ্ধ ৩৬

আকিকা সুন্নত হওয়ার কারণ এবং এর তাৎপর্য ৩৭

সন্তানের প্রাথমিক প্রতিপালন ৩৯

আয়াতের ব্যাখ্যা ৩৯

শিশুদের দুধ পান করানোর বিবিধ বিধান ৪১

দুগ্ধপোষ্য শিশুর ব্যাপারে মাকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয় ৪২

সন্তানের জন্য বাবার প্রতিও চাপ সৃষ্টি করা যাবে না ৪৩

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষা ৪৫

শিশুর খতনা করানো ইসলামি নিদর্শন ও ইবরাহিমি সুন্নত ৪৫

ইসলামের স্বভাবগত দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ৪৭

দাড়ি রাখা ও গোঁফ ছাটা ৪৭

হাদিস থেকে জ্ঞাত বিষয় ৪৭

গোঁফ কর্তন করা ৪৮
পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার ও কুলি করা ৪৮
মিসওয়াক করা ৪৯
নখ কাটা ৫১
নখ কাটা সম্পর্কিত মাসায়েল ৫১
বগলের লোম পরিষ্কার করা ৫১
নাভির নিম্নদেশের লোম পরিষ্কার করা ৫২
শৌচকর্মের পর পানি ব্যবহার করা ৫২
খতনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসায়েল ৫৩
শিশুদের নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া ৫৫
সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ ৫৯
সন্তানদের চরিত্রগঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ ৬৪
সন্তানদের চারিত্রিক অধঃপতনের কিছু কারণ ৬৫
গান-বাজনা থেকে বাঁচতে হবে ৬৬
সন্তানদেরকে বেশি আনন্দ-ফুর্তিতে রাখা ঠিক নয় ৬৬
শিশুদের খারাপ অভ্যাস থেকে রক্ষা করার কৌশল ৬৭
মিথ্যা বলার অভ্যাস ৬৮
মিথ্যা বলার অভ্যাস থেকে রক্ষা করার কৌশল ৭০
শিশুদের চুরির অভ্যাস ৭০
শিশুদের অশ্লীল কথাবার্তা ও গালি- গালাজের অভ্যাস ৭৩
হাদিসের আলোকে গালি-গালাজের ঘৃণ্যতা ৭৪
আজকাল কিছু শিক্ষকেরও মুখ খারাপ দেখে বড় কষ্ট পাই ৭৬
শিশুদের নোংরা স্বভাব ও অভ্যাস ৭৬
রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর আসক্তি ও তার কুপ্রভাব ৭৭
আমাদের সন্তানদের শিক্ষা ও বর্তমান পাঠ্যক্রম ৭৮
আমাদের সন্তান এবং প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৭৯
দুটি মর্মান্তিক চিঠি ও তার জবাব ৮০
তাদের জন্য ভালোবাসায় বুক শীতল হয় ৮৪
শিক্ষার সূচনা যেভাবে হবে ৮৫
দীনি শিক্ষাদীক্ষার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা-সিলেবাস ৮৭
ইসলামি আকিদা ৮৭
কুরআন অনুবাদ ও তাফসির ৮৮

হাদিসের কিতাব ৮৮
মাসায়েল ও বিধি-বিধান ৮৯
অধিকার ও আচার ব্যবহার ৮৯
প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের জন্য পাঠ্য হিসেবে ৮৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ৯০
অতিরিক্ত অধ্যয়নের জন্য ৯০
সাহাবায়ে কেরামের জীবনী ৯০
অতিরিক্ত অধ্যয়নের জন্য ৯০
সাধারণ জ্ঞানের জন্য নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পড়লে উপকার হবে ৯০
সহশিক্ষা অবৈধ কেন? **৯২**
নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা : শরিয়তের দৃষ্টিকোণ ৯৩
নাস্তিক্যবাদী দুঃসাহস ও কুফুরি বকোয়াজ ৯৪
সহশিক্ষা ও তার শরয়ি দৃষ্টিকোণ ৯৫
প্রথম হাদিস থেকে প্রমাণিত বিধান : ৯৬
দ্বিতীয় হাদিস থেকে প্রমাণিত বিধান : ৯৭
অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহার করে বেপর্দা অবস্থায় ঘর থেকে বের হওয়া নারীদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৯৮
সন্তানদের চরিত্রগঠনের কিছু মূলনীতি **১০২**
প্রথম মূলনীতি : তাকওয়া ১০২
তাকওয়ার স্তর ১০৩
দ্বিতীয় মূলনীতি : ভ্রাতৃত্ব ১০৪
তৃতীয় মূলনীতি : মমতা ১০৪
চতুর্থ মূলনীতি : মানুষের হক সম্পর্কে সচেতন করা ১০৭
পঞ্চম মূলনীতি : ক্ষমা করা ১০৮
ষষ্ঠ মূলনীতি : বড়দের সম্মান করা ১১১
সপ্তম মূলনীতি : সত্যকথনের অভ্যাস ১১২
সন্তানদের অধিকারে সাম্য বজায় রাখা **১১৪**
সন্তান উপযুক্ত হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা **১১৮**
বিয়ে-বিষয়ক নববি মাপকাঠি ১২০
বিয়ের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মাপকাঠি ১২১
সাইয়েদুনা উমর রা.-এর ছেলের জন্য পাত্রী নির্বাচন ১২৩
মেয়েদের বিয়ের মাপকাঠি ১২৪

পাত্র নির্বাচন ও হাসান বসরি রহ.-এর উপদেশ ১২৪
মোহর ও তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১২৬
প্রথম বিষয় : মোহরানা ১২৬
দ্বিতীয় বিষয় : জহিয তথা স্ত্রী-পক্ষ দেওয়া আসবাবসামগ্রী ১২৬
আত্মীয়তার বন্ধন ১২৭
বিয়ের পরও সন্তানদের দিকনির্দেশনা দেওয়া মা-বাবার দায়িত্ব ১২৮
সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা চলমান রাখলে ফল হয় সুদূর প্রসারী ১৩১
ধর্মের সাথে একটি ভয়াবহ প্রতারণা ১৩২
সন্তানের সঙ্গে পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রীদেরকেও শিক্ষা দিতে হবে ১৩৬

লেখকের আরজ

লেখালেখির সাথে জড়িয়ে আছি বলে কিছু বন্ধু চিঠি মারফত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টি হলো- পিতামাতার অধিকার নিয়ে তো বেশকিছু বইপুস্তক রচিত হয়েছে; পত্রপত্রিকায়ও নানা সময় প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ হতে থাকে, কিন্তু সে তুলনায় সন্তানের অধিকার বিষয়ে এমন বইপুস্তক খুবই কম, যা পড়ে সন্তানের অধিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় এবং সে আলোকে তাদের শিক্ষাদীক্ষা, বিয়েশাদিসহ ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়াবলি কুরআন-হাদিসের আলোকে সম্পন্ন করা যায়।

বন্ধুদের আরও অনুরোধ ছিল- এ বিষয়ে অন্তত জুমার মিম্বারে হলেও সোচ্চার ও সযত্ন আলোচনা হওয়া দরকার; গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পারলে তো সোনায় সোহাগা।

চেতনাদীপ্ত সেই ভরাযৌবনে আমি উসমানিয়া জামে মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করতাম। তাদেরই জোরালো অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আমি জুমায় আলোচনা করতে থাকি। সেই আলোচনা-সিরিজেরই একটি সুন্দর সুবিন্যস্ত সংকলন আপনাদের হাতের এ বইটি।

জুমায় প্রদত্ত ধারাবাহিক আলোচনাগুলোকে সংযোজন ও সম্পাদনার সাজ পরিয়ে দৈনিক 'জঙ্গ' পত্রিকায় ছাপার জন্য দেওয়া হয়েছিল। ওখানে বিভিন্ন অংশ ছাপা হয়েছে। কিছু আলোচনা থেকে গিয়েছিল অপ্রকাশিতই। পরে আবারও শুভার্থীদের অনুরোধে সবগুলো আলোচনাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার কাছে দিলছেঁড়া মিনতি, তিনি যেন গ্রন্থটিকে সকল মুসলমানের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

সৎ সন্তান আল্লাহপাকের নেয়ামত

সন্তান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নেয়ামত। এ জন্য বিয়েশাদির শুরুতে আল্লাহর নেয়ামত অর্জনের নিয়ত করা এবং তা প্রাপ্তির তামান্না করা জরুরি। কুরআনে বলা হচ্ছে-

﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা তালাশ করো।'[১]

এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট করা হয়েছে, রমজানের রাতসমূহের যেকোনো অংশে ঘুমের আগে হোক বা পরে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা বৈধ। অথচ ইসলামের সূচনালগ্নে এটা বৈধ ছিল না। তখন রমজানের রাতে ঘুমানোর আগে পানাহার-সহবাস ইত্যাদি বৈধ ছিল, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার পর রাত বাকি থাকলেও এসকল কাজগুলো হারাম হয়ে যেত। এ আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের রমজানকালীন সুবিধার নতুন অধ্যায় রচনা করা হয়েছে।

এ বৈধতা ঘোষণার পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তা হলো- সহবাসের উদ্দেশ্য শুধু যৌনক্ষুধা নিবারণ নয়; বরং নিয়ত করতে হবে, আল্লাহ যেন এ উসিলায় আমাকে নেকসন্তান দান করেন, দুনিয়া-আখেরাতে প্রতিদানে ভূষিত করেন, নির্মল-নিষ্কলুষ জীবন দান করেন এবং মানবপ্রজনন ও বংশ-বিস্তারের ব্যবস্থা করে দেন।

সুরা বাকারার একটি আয়াতে বিষয়টির আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ এসেছে। বলা হচ্ছে-

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

১. সুরা বাকারা : ১৮৭

‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্রের মতো। সুতরাং নিজেদের শস্যক্ষেত্রে যেখান থেকে ইচ্ছে যাও। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কিছু প্রস্তুত করে রাখো। আল্লাহকে ভয় করো। বিশ্বাস রাখো, নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর মুখোমুখি হবে। (হে নবী) আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করুন।’[২]

ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ স্ত্রীদেরকে স্বামীদের জন্য চাষের জমি বলেছেন, অর্থ্যাৎ, স্ত্রীদেরকে চাষের জমির সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। এই চমৎকার উপমায় অগুনতি কল্যাণ ও প্রজ্ঞা রয়েছে। সেই সাথে নিম্নে বর্ণিত সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও বুঝে আসে :

ক. জমিনের মালিক যেমন একচ্ছত্র মালিক ও অনুসরণীয় হয়, তেমনই স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছেন কর্তা ও অনুসরণীয়। জমি যেমন তার মালিকের হুকুমের অধীনে থাকে, স্ত্রীও তেমনিভাবে তার স্বামীর হুকুমের অধীনে থাকবে।

খ. জমি যেমন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যম হয়ে থাকে, ঠিক নারীরাও মানব-উৎপাদনের মাধ্যম হয়ে থাকেন।

গ. জমির মালিকের জন্য এই অনুমিত রয়েছে যে, সে তার মালিকানাধীন ও কর্তৃত্বাধীন জমিতে শরিয়তের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতায় চাষাবাদ করতে পারে এবং নিজ জমিতে যাওয়ার জন্য তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে, এতে জমির ইচ্ছা বা অনুমতির কোনো প্রয়োজন হয় না, ঠিক তেমনিভাবে স্বামীর এই অধিকার রয়েছে যে, স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো পদ্ধতি সে গ্রহণ করতে পারে, এতে স্ত্রীর বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই।

স্ত্রীদের চাষের জমির সাথে তুলনা দেওয়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি জানা যায় তা হলো, নারীরা হচ্ছেন মানব-উৎপাদনের একমাত্র মাধ্যম, আর মানুষের বংশপরম্পরা বিস্তার হয় স্ত্রীদের সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে। এই মহৎ উদ্দেশ্যেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

‘তোমরা মায়া-প্রবণা এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী নারীদেরকে বিবাহ করো, কেননা আমি কেয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব।’[৩]

---

২. সুরা বাকারা : ২২৩

৩. সুনানে আবু দাউদ : ২০৫০

হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, সন্তান-সন্ততি অনেক বড় নেয়ামত এবং গর্বের কারণ। আর স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি মানুষ বিবাহের পরে সন্তান-সন্ততির আকাঙ্ক্ষা করে এবং সন্তান জন্মের পর ভীষণ আনন্দিত হয়। পক্ষান্তরে সন্তান না হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। এমনকি তাদের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরাও খুব আফসোস করেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে সন্তান লাভের জন্য বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও নানা রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেন। অনেকে চিকিৎসার সহযোগিতা নিয়ে থাকেন, আবার কেউবা দোয়া ও আমলে মগ্ন হন। এত দৌড়ঝাঁপের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে- একটি সন্তানের জন্ম যেন হয়, ফুটফুটে শিশু যেন ঘরকে আলোকিত করে, রক্ত-ঘামে উপার্জিত ধনসম্পদের একজন ঈপ্সিত উত্তরাধিকারী পৃথিবীর বুকে আসে!

মানবেতিহাসে এমনও দুজন সম্মানিত নবী পাওয়া যায়, যাদের যৌবনের বড় একটি অংশ নিঃসন্তান অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়। পরিশেষে জীবনের শেষলগ্নে তারা মহান রবের দরবারে নেক সন্তানের জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করে এমন সন্তান দান করলেন, যে সন্তান শুধু সৎ নন; বরং আল্লাহ তায়ালার নিকট মনোনীত নবীও ছিলেন।

সন্তানের জন্য দোয়াকারী নবীদের মধ্যে একজন হলেন হজরত ইবরাহিম আ., আর দ্বিতীয়জন হলেন হজরত জাকারিয়া আ.।

হজরত ইবরাহিম আ.-কে দুজন সন্তান দান করেন। তারা হলেন, হজরত ইসহাক ও হজরত ইসমাঈল আ.। তারা উভয়ই নবী ছিলেন। আর হজরত জাকারিয়া আ.-কে একজন সন্তান দান করেন। তিনিও নবী ছিলেন। তার নাম হজরত ইয়াহইয়া আ.।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, নেকসন্তান মহান আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম এক নেয়ামত। তবে সন্তান যদি সুসন্তান না হয়, তাহলে এই কুসন্তান তার জন্য মস্ত বড় ফেতনা ও সমূহ বিপদের কারণ। শুধু তা-ই নয়, দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বদিক থেকে এই কুসন্তান তার জন্য বড় শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এই কঠিন বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর যদি তোমরা মার্জনা

করো, এড়িয়ে যাও এবং ক্ষমা করো, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।'[৪]

অন্য এক আয়াতে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে ফেতনা ও পরীক্ষার মাধ্যম বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

'তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান।'[৫]

সুতরাং বুঝা গেল, সুসন্তান মহান আল্লাহর নেয়ামত এবং কুসন্তান মহা ফেতনা ও পরীক্ষার মাধ্যম। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যদি দীন-ধর্ম পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা মানুষের জন্য জঘন্য মন্দ পরিণতি বয়ে আনবে। তা ছাড়া টাকা-পয়সা, ছেলে-সন্তান যদি দীন-ধর্ম পালনে বাধা না হয়; বরং তার সহযোগী হয়, তাহলে সেসব আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ এবং আত্মগৌরবের বিষয় হবে।

তাই যাদের এখনো সন্তান হয়নি তারা এভাবে দোয়া করতে পারে, 'হে আল্লাহ আমাদেরকে সুসন্তান দান করুন, অর্থাৎ, এমন সন্তান যা নিজেও ভালো হবে এবং মা-বাবাকেও ভালো কাজে সহযোগিতা করবে। আর যেসমস্ত সৌভাগ্যবানদের মহান আল্লাহ সন্তানের নেয়ামত দান করেছেন, তারাও যেন দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের সন্তানদেরকে সুসন্তান বানিয়ে দাও' এবং দোয়ার সাথে-সাথে সন্তানকে শরিয়তের মৌলিক বিধিবিধান, নিয়ম-কানুন ও আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী পরিচর্যা, প্রতিপালন ও সংস্কার-শুদ্ধির পূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যায়, এবং বিশেষভাবে সন্তানের অধিকারের প্রতি যত্নবান হয়। সন্তানের কারণে যেন দীনি দায়িত্ববোধে উদাসীনতা প্রদর্শিত না করে। শরিয়ত কর্তৃক আবর্তিত সমস্ত দায়িত্বগুলো ঠিকঠাক আদায় করে।

যেহেতু আজকাল আমাদের সমাজে সন্তানের সঠিক লালনপালন ও পরিচর্যা হয় না, তাই এই সন্তানরাই একদিন মা-বাবার জন্য বিপদ ও আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তা-ই নয়, এই কুসন্তানরা পরিশেষে মা-বাবাকে দীন-ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে ছাড়ে। এর ফলে মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যকার মধুর সম্পর্কটা বিষে পরিণত হয়।

অন্যদিকে যদি সন্তানদের সঠিক পরিচর্যা করা হয় এবং তাদেরকে উত্তমভাবে সংশোধন করা হয়, তাহলে এমন পরিবারই মূলত প্রকৃত সুখ-শান্তি ও পরম আনন্দে জীবনযাপন করতে পারে।

---

৪. সুরা তাগাবুন : ১৪

৫. সুরা তাগাবুন : ১৫